নীল রাত্রির জোছনা

সানাউল্লাহ সাগর

প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

নীল রাত্রির জোছনা
সানাউল্লাহ সাগর

প্রকাশিত কবিতার বই-

অলৌকিক স্বপ্নের যৌথ বিবৃতি- (২০১৩)
অসম্ভব ফুৎকারে - ২০১৩ (যৌথ)

উৎসর্গ
ইচ্ছে
থাকার পরও যাদেরকে ভালোবাসার
কথা বলা হয়নি. . .

নীল রাত্রির জোছনা
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
সানাউল্লাহ সাগর

ই-বুক প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী, ২০১৪
ফাল্গুন, ১৪২০

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

ক বি তা ক্র ম

বিয়োগ	৬	২৬	ওয়ালম্যাট
ভাতঘুম	৭	২৭	ব্যবধান
অন্ধকার	৮	২৮	ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেরো
নিষিদ্ধ চিরকুট	৯	২৯	রাত্রি পাঠ
পুরোহিত	১০	৩০	রঙ বদল
প্রদীপ	১১	৩১	লোভ
অদৃশ্য	১২	৩২	মাতাল জোছনা
দেয়াল	১৩	৩৩	বেদনার ব্যাসার্ধ
ভুল	১৪	৩৪	সংসার
বৃষ্টি হলে কান্না পায়	১৫	৩৫	দ্রোহ
পড়শি	১৬	৩৬	সংশয়
আততায়ী	১৭	৩৭	গুহা
পথ	১৮	৩৮	অভিভাষণ
বিকার	১৯	৩৯	সাইরেন
অসুখ	২০	৪০	মা
অভ্যন্তরীণ	২১	৪১	সকালের তরজমা
ভিতরে- বাহিরে	২২	৪২	বিভ্রম
সিলেবাস	২৩	৪৩	খোলাচিঠি
নীল রাত্রির জোছনা	২৪	৪৪	শ্রাবণ
বিনোদন অপেরা	২৫	৪৫	লিপটিজিং

বিয়োগ

গণিতের সূত্র আর আমলকির আচার আমার থলিতে। গলিত ঔষধি গাছ বন্যার জলে ভেসে গেছে কবেই। গুণে গুণে আটটি বছর ; আজও ভিজে যাচ্ছি নাবালক শব্দ পড়শি বাগানে।

খুন হয়ে যাওয়া স্বজনের শার্ট আমার আয়না। ব্রয়লার হয়ে গেছে অদেখা স্বপ্ন। কৃষি কাজে মন নেই- প্রতিবারই জমা টাকা খাজনায় চলে যায়- কমে আসছে সঞ্চয়-

ধান থাকবে- ফসল থাকবে- থাকবে সবুজ মাঠ- নিঃশব্দ আলো পতনে ভেঙে যাবে হাট।

কমায় থেমেছি- তুলি হাতে ফুল স্টপ আঁকবো এবার. . .

১০-১০-১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

ভাতঘুম

নিরাপদ নয় কিছুই- জপতপ আর মুর্শিদের জিকির। শাশ্বত বাণী কাঁধে ব্যবসায়ী মাজারে মাজারে। কী আছে নিরাপদ- বেডরুম- বাথরুম; বিশ্বাসের মলাটে ধুলো জমে গেছে বহুকাল।

সন্ধ্যা হলে সিনেমা দেখি- বন্ধ্যা ভাগ্য নিয়ে আপলোড করি নগ্নতা- মগ্নতা চলে আসে অন্ধকারে জন্ম নেওয়া আলোর প্রতি। লোভাতুর জিহ্বা নিয়ে মেঘ লেপটানো আকাশ দেখি- জারজ সাধক দু'চোখে অগ্নি উৎসব ছাড়া কিছুই দেখে না।

বড়শি গাথা টোপে ভাতঘুমের গ্রাম- বছর বছর জন্মায় আরো কিছু পিতৃহীন সম্পদ-

নিজের মধ্যে শ্লোগান তুলে স্বেচ্ছায় ঝুলে পড়ি বড়শিতে. . .

১০- ১০- ১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

অন্ধকার

শুধু এইটুকু- আপাতত আর নয়- বাকি সব মুছে দিলাম। ইচ্ছে মতো লিখে নিও। মেঠোপথের নকশায় ছিঁড়ে আসা পালক উড়ে উড়ে- চলে যায় দূরে। ভিতরে- বাহিরে কী এক যন্ত্রণা নিশ্চুপ শুয়ে থাকে।

তারপরও আমি আর কোলবালিশ বেশ আছি। ভাঙা কাঁচ তুলে আর কতো ক্ষত বাড়াবো- নিঙড়ে দেবো রক্তের ফোঁটা!

ঘুমিয়ে থাক শৈশব; মুক্ত বিদ্রোহে খোলস ছাড়ানো যৌবন কতোটা উচ্ছল- বাকি পথ বলে দেবে তার ব্যাকরণ।

সুইচটা এবার অফ হোক; অন্ধকার অতি প্রিয় আমার. . .

১০-১০-১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

নিষিদ্ধ চিরকুট

প্রণাম নিবেন মহামান্য পাঠক- সমাজ নিষিদ্ধ এ পদ্যখানা আপনাদের হাতে তুলে নেবার সময় সাবধান। সংস্কারের দেয়াল পাশে চুপ করে থাকা অন্ধকার যেন লেপটে না যায় রঙমুখা পালকিতে। সাধ্য নাই জনপ্রিয় পদাবলী রচনার- হোক বক্তৃতা- শ্লোগান অথবা বেডরুমের গণিত। কিন্তু এই লাইনগুলো কি অসত্য বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন!

জনতা ভরা মাঠে শ্লোগানের আড়ালে কী করেন তা আমরা জানি- আলিশান বাংলোর বেডরুমে কী করেন তাও আমাদের জানা। চাষের পর চাষ হয়- আশানুরূপ ফসল হয় না; আপনাদের চিন্তায় ভেজাল- বীজ- সার সবই ভেজাল-

মাকাল ফলের মতোন ঝুলে থাকে প্রথারপ্ত পুরোহিত। আর আমাদের অভিভাবকরা পুজো দিতে যায় বিমাতার পদতলে- নিয়ে আসে বেঈমানীর প্রসাদ- জন্ম নেয় প্রতারণা।

আবডাল থেকে এ উচ্চারণ হয়তো অবৈধ !

১১- ১০- ১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

পুরোহিত

খোলা ছাদে বিস্তৃত জোছনায় ভিজে ভিজে দেউলিয়া রাত্তিরের কাছে। অন্ধকার থাকলেও ছাদে যাই- জোছনা থাকলেও। অন্ধকারে নিজেকে চিনতে আর জোছনায় পৃথিবী। আমি আর পৃথিবী কখনো এক হতে পারিনা- যেমন আলো ও আঁধার।

অরক্ষিত বাসনা আমাকে কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন করে কবিতার মাজার থেকে। পূজারী মানস- স্তর বিন্যাস রেখে দিব্যি মাতাল সংরাগের জমায়েতে। এতো কিছুর পরও উত্থান দেখা হয়নি বহুদিন।

হাত বাঁধা সময় চলছে- নিরুপায় বৈষ্ণব সত্তা- মশগুল ঐশ্বরিক প্রসাদ লাভের আশায়। সমাজের পাশ থেকে ক□ জনই- বা খেয়াল রাখে ভাঙা- গড়ার এসব মাতলামির।

উড়ে- উড়ে- দূরে - দূরে প্রজাপতি খেলায় হারায় বেলা-

১৪- ১০- ১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

প্রদীপ

একটু একটু করে নিভে যাচ্ছি. . . পথচেনা সুর বাজছে স্মৃতির বেহালায়- গুটিশুটি সন্ধ্যার কামিজে বিশ্বাসের চেরাগ আলোকিত করে রেখেছে লুকানোর পথ। হাতে গোনা কিছু মুহূর্ত ফুরিয়ে জমে আছে আধুলির আদলে।

চোখে চোখ- নি: শব্দ কথোপকথন। শেষ বিকাল থেকে মধ্যরাত; অগোছালো কথা ছিল হাসির অনুবাদে। ট্রেনের কামরায় কোনাকোনি উচ্চারণহীন সংলাপ বিনিময়। লুকানো রোগগুলো সম্মুখে এসে আরোগ্যের বায়না নিয়ে হাসছিল।

সময় স্বল্পতায় শোকাতুর জিহ্বা। গন্তব্য জানা হয়নি- জানা হয়নি পরিচয়- এমনকি নামও। সরস্বতীর পাঠশালায় মেধাবী শিল্পী- হয়তো সংসার নিয়ে বেশ আছো- জ্বলছে প্রদীপ। হৃদয়ের দেয়ালে ঝুলছে লাল থ্রি-পিস পরা তরুণীর ফটোগ্রাফ।

নিভে যাচ্ছি- যদি একবার আসতে. . .

১৪-১০-১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

অদৃশ্য

ঘুমিয়ে পড়লাম- বৃষ্টির ছাঁট জানালা ডিঙালে ডেকে তুলিস। সূর্য জাগলে গেলাস গেলাস সতেজ হাওয়া গিলে শুরু হবে নতুন নকশার কাজ। শিথানের অবহেলিত তাবিজকেও বলে রাখলাম। এটাই কিন্তু শেষ নয়- গুণে শেষ না করতে পারা অবয়ব নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেব ভবিষ্যৎ সময়কে।

মিথ্যে বকে সময় নষ্ট করার মতো পুরুষ আমি নই। পৌরুষ শাসানো যৌবন তাস খেলছে উচ্ছলতার খোলা চাতালে। নষ্ট ভোরের জন্ম দেখে- দেখে বিকৃত হয়ে গেছে সৌন্দর্য মাখানো প্রতিমা। নিরাশার মেঘ জমে জমে বৃষ্টি চলে এসেছে- ভিজিয়ে দিচ্ছে লালসার বীজ।

চেতনা হারানো অলি তবুও স্বপ্নের জাল বুনছে। ছড়িয়ে দিচ্ছে লোভহীন প্রেমের প্রসাদ তাবৎ রোমিওর টেবিলে। চলছে অদৃশ্য পর্দায় জোড়া কবুতরের সিনেমা- হারানো কৈশোর নিয়ে এগিয়ে চলেছে মেঠোপথ- স্বপ্নও তার সাথে-

স্বপ্ন দেখতে দেখতে উড়ে যাবো একদিন. . .

২৩- ১০- ১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

দেয়াল

ধর্মীয় শাসন আর আত্মীয়তার দেয়ালে সন্ধি দূরে ছিল গোমড়া মুখে। তখনো সুরহীন রেওয়াজ ছিল প্রতিদিনের নিয়ম। উচ্চস্বরে হাসি কিংবা কিশোরীর আতরে মাতাল হতো না শরীর। দু□ এক দিন এক চিমটি লবনের মতোন শুধুই হাসি বিনিময়- বাকিটা শৈশবের দুর্বোধ্য আরবি ভাষা-

হঠাৎ করে চেতনা হারানো স্পর্শ- তারপর কাঁচভাঙা হাসি ‘কথা ছিল রাতে শুনবেন। ’ ঘোরলাগা সময় উত্তাল করে দিল মস্তিষ্ক ও মনন। সেদিন থেকে চলে গেছে কতো কতো আলো- অন্ধকার রাত। কী হলো- আকাশের রোগ ! বাতাসের বাহানা! জানি না ! জানি না!

বিয়ের আয়োজনের ফাঁকে কী কথা ছিল জানা হয়নি- আর হবে না কোন দিন- জেসমিন- আমলকি গাছটা এখনো আছে তো ঠিক ঠিক- আমিতো পাল্টে গেছি কতো- কতো। আর হয়তো দেখা হবেনা কোন দিন!

প্রান্তের সংলাপ রচনায় রয়ে গেলো আক্ষেপ. . .

২৯- ১০- ১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

ভুল

স্বভাব সুলভ হাসিতে সে দিন বিকেলে এক বাল্যবন্ধু সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে বিশদ বর্ননা দিল। ধৈর্যশীল শ্রোতা হয়ে সব-ই শুনলাম। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমার মস্তিষ্কে ঢোকার দরজা পায়নি-

সমাজতন্ত্র আর ধর্মীয় আদর্শের ফারাক আমি গুণতে শিখিনি। ওদের মতো সহজেই সমাধান করতে পারি না আত্মচিন্তার গণিত। বুঁদ হয়ে থাকি নিজের মধ্যে নিজে। অন্তরের রাজ্য এখনও চিনে উঠতে পারেনি সমাজ- সংসার- রাজনীতি সেতো বহু দূর-

শ্লোগানে যারা গলা ফাটায়- রক্ত নিয়ে যারা হোলি খেলে- বার বার অংকিত হয় তাদের ইতিহাস। ভুল করে হলেও সত্য শিখছি- পরাজিতের কোন ইতিহাস থাকে না। আমাদের জায়গা কোথায় যারা মানুষ ঠকাচ্ছি- নিজেই ঠকছি-

সবাই ভুল পথে হাঁটছি. . . !

৩০- ১০- ১২ খ্রীঃ, দক্ষিন ভুতের দিয়া, বাবুগঞ্জ।

বৃষ্টি হলে কান্না পায়

সাজানো বিছানায় পুরানো দিনের গান। ঘরের আসবাব সব রকমারি মৃৎশিল্পের গেরস্থালি। আর গেস্টরুম কবিতার জলচৌকি দিয়ে অভ্যর্থনা- । এ ফ্লাটে হাঁটু গেড়ে বসে আছে চাঁদ- অন্ধকার থাকে পুবকোণে। একটু দেরি করে সকাল হয়- রাত নামতেও দেরি। তারপরও ডিমলাইটের আলোয় সকলের আড়ালে ছবির খাতায় যোগ হয় নতুন নতুন চিত্র। নাটকের পাণ্ডুলিপিতে মনে রাখার মতো সংলাপ আর কবিতার চিন্তায় অপূর্ব কিছু লাইন।

সংসার বিরাগী দৃশ্য নিয়ে মাতামাতি চলে রোজ। ফিল্ম পাড়ায় অভাব লেগেছে- নতুন মুখ জুটছে না- কাঁদানো কিংবা হাসানো গল্পের বেশ অভাব এই সব-

কুড়ানো স্বপ্নের আসবাব নিয়ে ঘর-গেরস্তালি আমার। নিয়মিত অনভ্যাসে ক্ষয়ে যেতে বসেছে উদ্যমের বৃক্ষ। লতানো কর্মচিন্তা অলস বাহানায় নীরব। ঘোলা মেঘে ঢেকে যায় দুনিয়া- ঝুম করে নেমে পড়ে বৃষ্টি। আজ আকাশের মন খারাপ-

কাঁদলে বৃষ্টি হয়- বৃষ্টি হলে কান্না পায়।

০৯- ১১- ১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

পড়শি

যদি জানতাম- বৃষ্টিরা অসুখ মেপে আসে- ঘুমিয়ে থাকতাম শাপলার আঁচলে নির্জন কোনও বিলে।

মিথ্যের মালা হাতে সন্ধ্যা হলেও সত্য হাওয়ার আশায় রাত পার করতাম। নকলের খাতা তুলে সিকিও হয়না আদায়- আব্দার ঝিমিয়ে মরে পিছনে।

সুখগুলো শুয়ে পড়েছে অন্ধকারের শরীরে- নিশ্চুপ আমি সাঁতরাই দূরগামী আলোর সাম্পানে। মেঘের ঝাঁঝ চিৎকার দিলে চিহ্নিত হয়ে যায় নিন্দিত অবস্থান- অসুখেরা মধ্যরাতের লাইটপোস্ট বানিয়ে রেখেছে আমায়. . .

সময়- অসময় মাতালরা অচেতনে আঘাত করে।

১০- ১১- ১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

আততায়ী

আবারও একবার নতজানু হয়ে তুলে নিতে হচ্ছে ধূলায় লুটানো পাপ। সংকোচ ঝেড়ে উচ্চকন্ঠে শুনিয়ে যাবো অখাদ্য সংলাপ গিলে ফেলার ইতিহাস। লুকিয়ে থাকা আততায়ী হেসে খেলে বেড়িয়ে আসুক প্রকাশ্য মহড়ায়- আর কিসের ভয়!

জড়তা কাটানো সন্ধ্যার প্রথম দৃশ্যেই চলে এসেছে চুম্বনের উষ্ণ ছোঁয়া। অপ্রস্তুত অন্ধকার হজম করে নিয়েছে সেই মুহূর্ত; আজ অবদি যার প্রকৃত সংজ্ঞা খুজে পাইনি। কী ছিল চাওয়া- চুম্বনের সুরে ইয়াসমিন- কিছুইতো বলোনি সেদিন. . .

সুত্র হারানো গণিতজ্ঞ যৌনতার অংকে বার বার ভুল। ভালোবাসার দেনা-পাওনা সে তো আরো জটিল বিজ্ঞান- আমি ভাই আর্টসের ছাত্র- বোকচোদ নাবালক প্রেমিক। রাত জেগে অন্ধকার মাপি- দিনে স্বপ্নে বিভোর থাকি-

স্মৃতির পাঠশালায় পুরাতন হাওয়া দীর্ঘশ্বাস বিলায়।

২১-১১-১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

পথ

ফেরাতে পারিনি জ্বলন্ত অভিশাপ টপকে দেয়াল পাশে
উৎসবের মহড়া। অন্যদিন হলে আমিও পচে যেতাম গন্ধ
গেলার সন্ধ্যায়। আপদ হয়ে ঝুলে থেকেছি বহুকাল
উজানস্রোতে. . .

শীত জড়ানো সকালে উৎসুক কুয়াশার কাঁধে স্কেচ হয়ে
ঝুলানো থাকে শৈশব। বাঁদরামী স্মৃতিগুলো হাততালি দেয়
কান পর্যন্ত। পোট্রেটটা পকেটেই থাকে-

ঘুমালে জেগে থাকে আর্তনাদ। অদৃশ্য বোর্ডে তালিকারা
ভেসে বেড়ায় খিস্তির তাড়নায়। অন্ধকার ছুঁয়ে ভ্যাপসা
অক্ষরগুলোর সাথে আমি দৌড়াই। তাজা দীর্ঘশ্বাসের
পলিপাস নিয়ে-

আমি থামলেই পথ থেমে যায়।

২৫- ১১- ১২ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

বিকার

এরকম যদি চলে যায় সময়- লুকিয়ে পড়বে সব। রাত নামলে খুঁজে পাওয়া যাবেনা কিছুই। এখন আর কেউ কষ্ট দেয় না। দূরে চলে গেছে সবাই অথবা আমি।

পেন্সিল ঘুরিয়ে আয়নার প্রতিবিম্ব মুখস্থ করে আর দিন ফুরাচ্ছে না। মুছে দিয়েছি হৃদয় লেপটানো রঙ। মাতাল থেকে আরো মাতাল হচ্ছি। পাতা কুড়ানো বিকেলগুলো বুক পকেটে রেখেছি- যে কোনো সময় হাত বদল হবে।

তারপর নিভে যাবে সব আলো। আলো তোমার- আমার। অন্ধকার শুধুই আমার। সুখ তোমার- আমার। কষ্ট শুধুই আমার।

জীবন আর প্রেম শুধুই বিকার!

১৯- ১২- ১২ খ্রীঃ, বিবিরপুকুর পাড়, বরিশাল।

অসুখ

নদীর উরু কামড়ে বেদে বহর- অদূরে কচুরিপানার নিরুদ্দেশ যাত্রা। ওপারে নিঃসঙ্গ বৃক্ষের তৃষ্ণার্ত জিহ্বা- আকাশের দরজায় কালো নেকাব। অন্তরালে সভ্য আলো- সাথে জীবনমগ্ন বাউল সময়ের তবলায় অসংকোচ উচ্চারণে-

জলোচ্ছ্বাসের হিংস্রতা মলাটবদ্ধ হয়ে আছে নির্বাক দর্শকের বুকে। বধির কৌতুহল উড়াল স্বপ্নের কেবিনে থেমে যাওয়ার পথে. . .

শৈশব আঁকড়ে নীল যমুনা পাড় হতে হতে সূর্য লা- পাত্তা। অধমের দম ফুরাচ্ছে- নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে- দৌঁড়াচ্ছি আর দৌঁড়াচ্ছি পিছনে চলে যাচ্ছে সুখের নৌ- বহর - বিলাসী অট্টালিকা- সাজানো স্বপ্ন. . . অবশেষে জমানো স্মৃতি কষ্ট দিয়েই ভাঙালাম।

জানলাম- ভালোবাসা অসুখের নাম।

০৫- ০১- ১৩ খ্রীঃ, দক্ষিন ভুতের দিয়া, বাবুগঞ্জ।

অভ্যন্তরীণ

পায়ের ছাপ মুছে যাচ্ছে ক্রমশই। ফিনফিনে রোদ্দুর আর ভাওয়াইয়ার রুমালে জড়ানো গ্রাম- চৈতালি হাওয়ায় চেপে দূর থেকে দূরে পৌঁছে দেয়। অগোছালো শুয়ে থাক সুরহীন রাফখাতা।

বিশ্বাসের ছাতা মাথায় ঘুরি দশদিক। অভাবের বাদ্য নিয়ে ভেসে থাকি দোলাচলের পানসিতে। রূপজীবীদের ইশারায় কতোকাল মাতাল ছিলাম- ভেবে ভেবে স্থির বৃক্ষ হয়ে যাচ্ছি। আর পাগলা সময়ের উত্তাপে গলে যাচ্ছি-

তুমি কাঁদছো- বছরগুলো চলে যাচ্ছে সাজানো সুটকেস বিলানের মতোন। বয়সও কমে যাচ্ছে অতিদ্রুত। ইদানীং প্রতি রাতেই ভীষণ কান্না পায়. . . .

কোনো কোনো কথা কাউকেই বলা যায় না- কখনই না।

১১- ০১- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

ভিতরে- বাহিরে

ক্লান্তিরা বিছানা সাজাচ্ছে- পাশে বসে আছে ঘুম। অবহেলায় পড়ে আছে আবেগ-। ছাইয়ের মোড়কে আবৃত আগুন লুকিয়ে হাসে-। চেপে রেখেছি থিতানো ইচ্ছেগুলো সস্তা বাজার এড়িয়ে।

ঘুমালে পাহারায় থাকে দেয়াল। মুচকি হাসে ব্যস্ততা। বাণিজ্যিক নগর ফেলে সাথে নিয়েছি ভোরের শিশির- কুয়াশার আঁচল- তাজা মাটির ঘ্রাণ। অহংকার পুষে রাখলাম শিকড়ের ঐতিহ্যে।

পিছনে লতানো বংশ বৈভব। মোহনীয় ঐশ্বর্যের হাতছানি সম্মুখজুড়ে। কোণ ঘেষে সবার আড়ালে তুমি- আলাদা স্কেচে সাজানো প্রতিটি বাঁক। মাথায় তুলে পৃথিবী- হাতে চাঁদ- মঙ্গলের উপর দাঁড়িয়ে থেকো। তন্দ্রা ভাঙতে কতোক্ষণ আর লাগবে!

একবার ডাকো না- সব ফেলে উড়ে আসবো।

১২- ০১- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

সিলেবাস

অত পর সে নেমে আসলো উর্ধ্বগামী অস্থিরতা থেকে; ঢেঁকিছাটা চালের সুবাস মাখানো কন্ঠে আবৃত্তি করলো- ডুবে যাওয়া পাণ্ডুলিপি। মন্ত্রমুগ্ধ মুরিদ হয়ে শুনে গেলাম চুল থেকে নখ পর্যন্ত।

কী ছিল না এই সাবলীল বর্ণনার ঐতিহ্যপঞ্জিতে। বিস্ময় লাগানো চোখ বিমূর্ত চিত্রকলার আদলে সম্মুখ আরশিতে উল্টিয়েছে পাতার পর পাতা। বিশ্বাসের ভিটে বিছিয়ে দিয়েছে সরলতার ফরাশ- প্রগতির সিঁড়ি নেচেছে তুড়িতে তুড়িতে . . .

বিকেলগুলো সাজানো বেঞ্চিতে পারিজাত; ঘুড়ির ডানায় উড়ছিল নগরায়নের নগ্ন নিঃশ্বাস। ঝুড়িভর্তি ঔষধি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভোরের হাওয়া. . .

আর এখানে মেঠো পথের ধুলায় বাউলের সুঘ্রাণ।

১৮- ০১- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

নীল রাত্রির জোছনা

নিকোটিনের মঞ্চে বারুদের ঘোড়া; নাভীমূল ঘিরে মধ্যরাতের ভবঘুরে। জোছনার দোলনায় পঞ্জিকার রূপালি হরফ। নিশানায় বাধা আছে রহস্যের ফিতে।

সাদা রুমালে জড়ানো সমাজ এড়ানো পুঁথি; পাঠ শেষে অস্থির উম্মাদনা। ধীর পায়ে কিশোরীথান রঙিন আল্পনার মোহে শূন্যে। অন্ধকারও হজম করেছে বহু আলোকিত শামিয়ানা- শেষ বয়ানে তার চিহ্ন স্পষ্ট।

রতিপাতে মুসড়ে পড়লে ধ্যান- হেসে উঠি বেখেয়ালে। জ্বলন্ত চিতায় ডুবিয়ে দুধহাত তুলে আনি অতিসত্যের তাম্রলিপি। সহাস্যে জেগে ওঠে অনাদরে ঘুমিয়ে থাকা চড়ুই।

বিশ্বাস- অবিশ্বাসের মাঝে জোছনা- ভয়ে ছুঁই না।

২৬- ০১- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

বিনোদন অপেরা

একদল শৈল্য চিকিৎসক বিরতিহীন অনভ্যাসে মধ্যবিত্ত অন্ধকারে। পিছনে জেগে আছে বুড়ো রাত আর সদ্য কৈশোর পেরোনো চাঁদ। ডানে- বামে আর্তনাদপ্রিয় সিংহরা; সর্বদাই নিয়ম ভেঙে গাওয়ার অভ্যাস এদের।

সময়- দুটি নামে ডাকলাম তোমাকে- প্রথমে শিকড় পরে সমাজ। এসবের মানে খুঁজতে যেখানে ইচ্ছে যেতে নিয়ে যেতে পারি। কেননা বাঙলায়ন অতি প্রিয় আমার। সত্য যারা স্বীকার করে এদের প্রতি লাল স্যালুট ভুলে যাইনা কখনো।

আদি শিল্পের কারুকাজ ছুঁয়ে আসা হাতে তৈরি হবে আগামী পাণ্ডুলিপি। নোঙর তুলে চলে যাবে বিন্দু বিরতির মঞ্চ। তবুও বহুকাল হাওয়া ফেরী করবে আনমনে নির্মিত সুঘ্রাণ।

সমাজের দেয়াল টপকে খুঁজে পাই প্রাণ।

২৬- ০১- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

ওয়ালম্যাট

বসন্তের মেঘলা আকাশ- কান্নায় থমকে দাঁড়ালো সময়। কোলাহলের ফরাশ উড়ে যায় হিমস্পর্শে। ফর্মুলা পাল্টানো সিলেবাস কাটাঘুড়ির সুতো ধরে উড়ছে- পাশাপাশি হাঁটছে প্রেমিক হাওয়া-

আঁচলের সরল অভিধানে লিখে রাখা হেশেলগাথা উগরে দিলে- হা- ভাতের জাজিমে বসে এক লহমায় তুলে নিলাম ঠোঁটের কোমলতায়। জানিনা কার্নিশ ধরে আর কতো পথ- !

শূন্য ময়ূর বন; গুছিয়েতোলা আল্পনায় জীবন্ত ওয়ালম্যাট। আলো পালালে বিচিত্র মুখায়বয়ব নিয়ে হাজির হও তুমি। না ছুঁয়েও ছুঁয়ে দাও সব। এটুকু শিহরণ নিয়ে বেঁচে আছি-

ভালোবাসলে ব্যথা পাওনা হয়ে যায়।

১৮- ০২- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

ব্যবধান

সস্তা শব্দে ভরে গেছে বুক পকেটের পাণ্ডুলিপি। অস্থির সন্ধ্যায় কিছু ভিটামিন খুইয়ে কিনে নিলাম বিনিময় অযোগ্য দীর্ঘশ্বাস- সাথে নোনা জল। তৃষ্ণায় কাটানো বিকেল উড়ে গেছে আবছা আলোর ডানা ধরে. . .

ছাদে অমবস্যা আর নিচে নির্মানাধীন আলো। অতি অন্ধকার থেকে কিঞ্চিৎ সামনে সরু গলি- পিছনে নীরবতার শব্দ। উষ্ণ চাতুর্যে চলছে বাকহীন সহোদর. . .

চোখ খুলে বসে আছে একদল কুকুর- আর শহরের ফ্লাপে তন্দ্রাচ্ছন্ন বাবুই। ধীর গতির হাওয়ায় সভ্যতার শ্লোগান- কালো নেকাবে ঢেকে আছে দূর- দৃষ্টি. .

অন্ধদের রাত- দিন বলে কিছু নেই।

০৩- ০৩- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেরো

মহাপুরুষদের কাছাকাছি ছিলাম নেশা বিজয়ের প্রাক্কালে। আজও আছি নিম্নসারির সমাজচিত্রীর পোট্রেটে- ডানে কসাইখানায় বিপথগামী আত্মা। বামে শোকে বিহ্বল নরক প্রহরীর দল।

উদ্যানে পাতানো খেলা; দর্শক সারিতে রোদ্দুর আর হলুদ পাতা। সন্দেহ নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্রমিক হাত। সুস্থ বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পিছলে পড়া অক্ষর! মখমলে জড়ানো সাহস ভীতির ডিমে তাপ দেওয়ায় মগ্ন।

নিয়ম মেনে যদি চলতো জাগতিক সব উচ্চারণ- হয়তো ঝিমিয়ে কাটতো না মধ্যরাত। অসুখ ছিকায় রেখে দাঁড়িয়ে যেতাম লগ্নভ্রষ্ট কুমারীর বর সেজে।

আমিতো তৃতীয় বিশ্বের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক।

০৬- ০৩- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

রাত্রি পাঠ

কতোক্ষণ মেঘ থাকলে চাঁদ ঘুমিয়ে পড়ে অথবা তীর না থাকা সমুদ্রের আয়তন কতো এসব গবেষণায় ফুরিয়েছে বহু নির্বাক রাত। এখন দেয়াল ভাঙা গল্প তৈরিতে মগ্নতা বেড়েছে-

গায়ের উঠোনে জারির আসর- উড়ে আসছে ভাঙা সুর। ধীর গতির সংগ্রাম শেষে ক্লান্ত রাত। নদীর অসুখ নিয়ে তোলপাড় সমগ্র পাটিতে- দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আরো একমুঠো অন্ধকার গিলে ফেলি।

স্বপ্নদের শয়নায়োজনে সব ইচ্ছেদের ছুটি দিয়ে দিলাম। আমার সাথে জেগে রইলো শুধু নিরাপদ দূরত্বে স্মৃতিমুখর শূন্য ভিটে আর অস্ফুট আলো।

দূরেই থাকা ভালো- দেখা যায় আলো।

১৩- ০৩- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

রঙ বদল

শৈশবে লাল রঙ অতি প্রিয় ছিল আমার- কৈশোরে গোলাপি আর এখন পূর্ণ যৌবনে কালো। রঙ বদলের এই খেলা ধারাবাহিক হলে প্রতি দশক হবে আমার নতুন রঙের।

মৌলিক নক্ষত্র পতন হলে সাধ্যসীমা ঝিমিয়ে পড়বে এ কথাও অস্পষ্ট নয়। সাধু- সন্ন্যাসীতে লিপ্সা ছিল না কখনোই- তাই থমকে দাঁড়ানোর বদঅভ্যাস যোগ হয়নি জীবনযাত্রায়। অন্ধকার ছুঁয়ে আসা জোনাকিরা কুড়িয়ে পাওয়া আলোকণা নিয়ে দৌড়ে বেড়ায় কাশী থেকে জেরুজালেম।

সাবধানে থাকিস দোস্ত- আজকাল আসমানও নাকি তোদের গেস্টরুমে- এসব ডায়লগ এই যে প্রথম শুনলাম তা কিন্তু নয়! সিঁড়ি মাপার প্রথম পরিচ্ছেদেই ছিলো বেসুরো এমন সংগীত।

আল ধরে হাঁটার রীতি ভুলে গেছে সময়।

২৩- ০৩- ১৩ খ্রীঃ, দক্ষিন ভুতের দিয়া, বাবুগঞ্জ।

লোভ

পালিয়ে যাওয়ার পর- পাটখড়ির মতো কিছু ছবি ছিল। হতাশার ছোঁয়া পেলে যা উপযুক্ত তাপ নিয়ে জ্বলে উঠতো। আর তখন স্মৃতি হারানো পাখি সুবেহ সাদিকের পথ দেখাতো।

আলো ভয় পাওয়া পোকার মতোন অন্ধকার কামড়ে উবু হয়ে থাকি স্তব্ধ সময়ের শরীরে। কামনারা সিথানের বালিশ জুড়ে পায়চারি করে। ব্যবধান ঘোচে না দূরত্বের।

অভিমান অংকিত নকশিকাঁথা সাথেই আছে। অপেক্ষা বিনম্র স্পর্শের। শতাব্দী পেরিয়ে গেলো বিশ্বাস দাফনের পর- হা-হুতাশ আর জমা নেই বেশি!

ঘুমের মধ্যে থাকি স্বপ্ন দেখার লোভে।

২৭- ০৩- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

মাতাল জোছনা

নীরবতা ভেঙে কথা বলে উঠলো নিদ্রিত হাওয়া- ঝাঁঝালো আর্তনাদে বিষিয়ে ওঠা সংস্কার আবার নুইয়ে পড়লো। অবহেলার বোয়েম খুলে ছড়িয়ে দিলাম অন্ধ আবেগের সুঘ্রাণ- মাতাল জোছনা আরো মাতাল হলো-

অংকুরিত বাজনা ছড়াতে ছড়াতে উঠে দাঁড়ালো বৈদ্যের মন্ত্রে বুঁদ হয়ে থাকা ঐতিহ্য। গোপন পরামর্শ কোনক্রমেই আর বাস্তবায়ন হলো না- শুয়েই কাটলো- বসেই কাটলো- তেজ হারানো উল্কার জীবন।

এসবের কোন মূল্য নেই ডিজিটাল নগরে। শহর ঘুমালে দূরের আবছা আলোয় জেগে থাকে যে গ্রাম- তার জঠরেই জন্ম আমাদের সংস্কৃতির। ঢিল ছোড়া সমাজে পিছনের সারি থেকে উড়িয়ে দেই এই চিরকুট-

ভুল রথে কোথায় যাচ্ছি আমরা. . . !

০৮- ০৪- ১৩ খ্রীঃ, দক্ষিন ভুতের দিয়া, বাবুগঞ্জ।

বেদনার ব্যাসার্ধ

ছেঁড়া বোতামের ইতিহাস পকেটে রেখে ঘুরেছি ঝিমানো শহরের শরীরে। বিন্দুতে মাতাল একদল অশরীরী আত্মা ছায়ার মতোন সাথেই ছিলো। ভয়হীন দরাজ কণ্ঠে দখিনা হাওয়ার লোকজ গীত ছাতা হয়ে উড়ছিল নগ্ন ব্ল্যাকহোলে হারানো থামাতে।

এতোসব গল্পের বীজ সমাজের উনুনে কতো কাল ধরে উত্তপ্ত হচ্ছে তার হিসেব নেই। দূরে থাকি বাচালতা থেকে- সাবধানে থাকি রেওয়াজের আওয়াজ থেকে। তবুও যে কিভাবে সমকালের তীরবিদ্ধ হই!

কিছুতেই এড়ানো যায় না রাজনীতির ডাস্টবিন। বেঁচে থাকতে হলে বাধ্য ছুতারের মতো নানা অভিজ্ঞতা দিয়ে সেলাই করে দিতে হয় সময়ের মোড়ক। অনুপায়- আলসেমি ঝেড়ে আমলার কাথায় ত্বরিত সেলাইয়ের কাজে হাত লাগাই-

লোভ জমলে সত্য ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

০৯- ০৪- ১৩ খ্রীঃ, দক্ষিন ভুতের দিয়া, বাবুগঞ্জ।

সংসার

প্রেত থেকে দূরে কবিতামূখর সন্ধ্যা। তাজা খবর মোড়ানো তাবিজ বাহুতে। বিমূর্ত চিত্রের অন্তরালে যে নারী- তাকে দেখেছিলাম শৈশবের বাগান বেড়ানো দুপুরে। নির্জন ছায়াতলে পুরুষ হওয়ার গল্প শুনিয়েছিল উড়ন্ত হাওয়ায় ভেসে।

হারিয়ে যাওয়া অবয়ব- ঘুমন্তই ছিল স্মৃতির বীজতলায়। তোমার প্রস্থানে উথলে উঠলো আক্ষেপের প্লাবন। ঘনিষ্ট হয়ে বসলো শৈশবের নারী প্রতিকৃতি। পুরুষ হওয়ার গল্প গভীরেই থাকলো নীরব।

অতৃপ্ত আলো অন্ধকারে মিশে যায়। সম্ভ্রম লুকিয়ে পড়ে নিভৃত আঙিনায়। বিদ্যুৎ চমকালে কেঁপে উঠি না- বিগত কালে সামান্য স্পর্শেও শিহরিত হতাম- হরতাল চলছে- সবার ছুটি-

কবিতা আর আমি দুজনার ছোট্ট সংসার।

১০- ০৪- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

দ্রোহ

গল্প বলার ভঙ্গি দেখে না দাঁড়িয়ে পারলাম না- শুনতে থাকলাম দেশে দেশে যুদ্ধাহত শিশুদের কান্না- মজলুম মানবতার বিমর্ষ আর্তনাদ- অত্যাচারীর খিলখিল হাসি। তার চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে অগ্নিশিখা- উচ্চারণে ঘৃণার পাথর।

বিশ্বমানচিত্রে অবহেলিত ভূ- খন্ডের সার্বভৌমত্ব অর্জনে দ্রোহী যে শিশু- সমস্বরে সেও যেন চিৎকার করে উঠলো। ইতিহাস নিঙড়ে কিছুই জুটলো না আমার হাতে! বাস্তব আলোয় স্পষ্ট সন্তান হারানো মাতার বুকফাটা মর্সিয়া কোন ইতিহাস মানে না।

পায়রা উড়ানো মঞ্চ তৈরি হচ্ছে যাদের হাতে- হয়তো তারাও মৃত্যুগুহায় বিবর্ণ; ক্ষুধার থাবায় কেশর হারানো সিংহ। ধুলো সাঁতরে যে আগামি বেড়ে উঠছে সে কোন শৃঙ্খল প্রত্যাশা করে না। তার অন্তরালে তৈরি হচ্ছে খড়গ পোড়ানো আগুন।

ফাপানো বেলুন চুপসে যেতে আর কতোক্ষণ লাগে!

১০- ০৪- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

সংশয়

ডাকেনি কেউ ঘুম ভাঙানি গানে। বৈদ্যুতিক পাখার বেসুরো রেওয়াজে জেগে উঠেছি আলোর সারথি হয়ে। বৈশ্বিক ছন্দপতন যদি হিমালয় শৃঙ্গকে ছুঁয়ে দেয় তবে আমাকে ডিঙিয়ে যাবে না নিশ্চিত। স্বল্পভাষী সকালের সাথে যে বৈরিতা তৈরি হয়েছে কৈশোরে তা যদি ঘুচে যেত- আলোয় ভরে যেত অলস ফুসফুস।

অভিমানের ঝোলা কাঁধে চাপিয়ে দূর পথে যাত্রা; আলোগুলো একে একে সব নিভে যায়। বন্ধ্যা সার্কাস জ্বেলে রাখি হাতের তালুতে আর নির্বাণ লিপ্সায় ঘুরিয়ে যাই রহিত ইস্তেহার।

তারপর থেকে ভিজে যাচ্ছি একা- নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে ভূতুড়ে অন্ধকার। কৃত্রিম দ্রোহে লাল সাইরেন সংকোচ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তাল সামলে ঘোমটা টানা বৈষম্য শীতল কন্ঠে গেয়ে ওঠে রণসংগীত। সব মিলে- কী আর হবে. . .

জোড়াতালি দিয়ে আসলে কিছুই হয় না।

১৪- ০৪- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

গুহা

গলির মুখে উবু হয়ে থাকা মুদী দোকান- ভিতরে ডানা ভাঙা ময়ূর। বৈশ্বিক স্রোতে হাসি হারানো ময়ূরী নিশ্চুপ। কিছুটা অন্ধকার তারও প্রেরণা- বেঁচে থাকার ভরসা।

এই পথে আমি রোজ-ই হেঁটে হেঁটে দেখে যাই সাজানো বিপনী। রুটিনে ছিল না তালাবদ্ধ সময়ের পরিচিতি। কিন্তু আমার নকশায় চলে না কিছুই-।

বোতাম খোলা ঝুকদানে লুকিয়ে আছে রহস্যের পুস্তক। ব্যস্ততার অজুহাতে অধ্যয়ন হয়নি। উড়ে যায় আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস-। এখন কি আছে নির্বাক জড়তা আর গুম হয়ে পড়ে থাকা ধূলো ছাড়া।

সব পথ সতর্কতাকে সম্মান দেখায় না।

১৯-০৪-১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

অভিভাষণ

যাচ্ছো! যাও- নিয়ে যাও বিহ্বল মৌনতা। বদমাশ অভিশাপগুলোর দাঁত ভেঙে দিয়ে গেলে আরো কিছুটা সময় ঘুমাতে পারতাম নির্বিঘ্নে। আর সুখের ব্যালকনিতে গজিয়ে ওঠা বিষাদবাষ্পে গোলাপি ছোঁয়া দিলে সেও শুয়ে থাকতো নিশ্চুপ।

সস্তায় বিকিয়ে আসা স্বপ্নগুলোর আজ বড় অকাল। ক্রেতার ভীড়ে আটকুড়ে মুদী। গার্হস্থ্য বিতানে চলে গেছে যেসব সমবয়সী অভিধান তার যাতনাও তোলা আছে স্বর্গের ছিকায়। বৈরিতা যত আড়ালেই থাকুক তার নগ্নতা জেগে উঠবেই।

রোদে পোড়া মাতম আগুনেরই বংশধর। অসৎ মস্তিষ্কে তার কি আর ক্ষয়! বরং আপদ চুইয়ে জাগা চিলি পথে জন্ম নেয় নিকানো শপথ। দূর থেকে দেখে নিও নিন্দুকের মরুজয়।

যতো দূরে যাবে ততই স্পষ্ট হবে অতীত।

২২- ০৪- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

সাইরেন

ফাঁকা ফ্ল্যাটে অনেক দিন পর কাঁদলাম। তুই আমার বংশীবাদক- গীটার ছেঁড়া তার- তোর জন্যই কাঁদলাম আবার। ভেজা গাল শুকিয়ে গেল- অবহেলায় শুয়ে থাকলাম ছুঁড়ে দেওয়া চিরকুট হয়ে।

সতর্ক হতে হতে মিইয়ে যাচ্ছে সাজানো পেয়ালার শুরা। উড়ে যাচ্ছে সময়- নিভে আসছে আলো- জড়িয়ে পড়ছে শ্লেটে শেখা প্রথম পাঠ।

অতিদ্রুত ভুলে যাচ্ছি সব অথবা জেগে উঠছে পিছনের অস্পষ্ট স্কেচ। নির্বিকার আমি! দূরে দোলনায় দুলছিস তুই- পাহারায় রূপালি চাঁদ- সখ্যতায় লাল লাইটের ট্র্যাফিক। থেমে থাকলাম- ঝিমিয়ে পড়লাম- ঘুমিয়ে পড়লাম নিঃস্ব বেহালা বাদক।

সাইরেন ভুলে যদি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে যাই!

৩০- ০৪- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

মা

সেবার বাড়াবাড়ি রকম ভুল হয়ে গেল। মা বললেন- দেখিস সামনের বার; একটু দূরে থাকার কারণে অতি সাধারণ ভুলগুলো মায়ের চোখ এড়িয়ে যায়। আর আমি ভুল করতেই থাকি খেয়ালে বেখেয়ালে।

শুদ্ধতার চিমটিতে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি মা- সিথানের ওয়ালম্যাট হয়ে বাতলে দিচ্ছেন নিকষ কালো অন্ধকারে সাদা পথের ঠিকানা। জলে ভেজা চোখ আমার দেখছে আর হাঁটছে মায়ের পিছু পিছু।

অতিদ্রুত বদলে যাচ্ছে সব। রঙহীন দেয়ালে বেড়ে উঠছে হরেক রঙের আল্পনা। অধরা কুঠুরী আমার- অন্ধকার লেপটে আছে পুরো শরীরে। কী করে বলি- ভুল থেকে যারা শিক্ষা নেয় আমি তাদের পিছনে। শখের বশেও ভুল করি আমি।

কারো কারো জীবনে ভুলগুলোই বড় সত্য!

০২- ০৫- ১৩ খ্রীঃ, লঞ্চে বরিশাল থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে।

সকালের তরজমা

সকালটার জন্য মহৎ চিন্তা ছিল। কিন্তু সকালটা শুরু হলো অহেতুক মনোমালিন্যে। গোলাপি আভার মিহি সুরে বিষাদ গীতি ভাসছিল ভোরের হাওয়ায়।

তৃষ্ণাতুর বৃক্ষের সারিতে আমিও সটান দাঁড়িয়ে আছি বহু রাত। স্বপ্নের আঁকিবুকি ছিল সুগন্ধি রুমালের খাটালে নিভৃত অন্ধকারে। বোশেখের চড়া ঝাপটায় ভবিষ্যৎ আঁকড়ে তবুও বেঁচে ছিল গতিময় দিন।

আর এখন যা হচ্ছে- ছাই হওয়া পাণ্ডুলপির অভ্যন্তরে জেগে থাকে পুরুতের মাতম। উৎসব আমেজে ক্রমেই বিকিয়ে যায় দিন আর রাতগুলো। কাতরানো সোনাব্যাঙের খোঁজ কেউ রাখে না- অসাবধানে ঝিমিয়ে মরে সে।

সব সকাল- ই আলো নিয়ে আসে না।

১১- ০৫- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

বিভ্রম

যাদের জন্য ঘুমহীন চলছে বাতাস তারা খুব বেহিসেবী জীবনের পথে। নীল শেষে লাল জেগে উঠে। ফিকে হয়ে আসে মেঘের আস্তরণে মুখ লুকানো ঘড়ি। চেতনার অলসতায় নুয়ে পড়ে লতানো সাহস।

সব নিয়ে যাও; সানকি জুড়ে পড়ে থাক শুধু আলস্যভাব। ঘোরলাগা সন্ধ্যায় চুমুকে চুমুকে ফুরিয়ে যাক মহুয়ার পেয়ালা। টুলটুল চোখে খেলা করে মরুময় রোদজকিদের পদচ্ছাপ- ।

তন্দ্রায় আচ্ছন্ন পৃথিবী ঝিমালেও ঘড়ি ঠিকই মেপে যায় অভ্যাস- অনভ্যাসের রথ- যাত্রা। হেসে ওঠে অনিয়ন্ত্রিত বাক্যবাণ-

অভ্যাস কোনভাবেই লুকিয়ে রাখা যায় না।

১৫- ০৫- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

খোলাচিঠি

জন্মবিরতিকরন নিয়ে ঘোরে যে জনদরদী তার কাছেও থাকে চরমপন্থির উড়োচিঠি। মানুষ ঠকানোর ব্যবসা আর দেশপ্রেম এক ছাতায় নিয়ে আর কতো পথ!

অন্ধকারে হাতবদল হয় আধপেট খাওয়াদের স্বপ্ন। বাহারি দালানে গতর খোয়ানো শ্রমের ফসল। ভূখা জনতার জীবনে আরো কিছু উপবাসের দস্তখত।

প্রতিনিয়তই বেড়ে চলে আভিজাত্যের অহম। দেশে দেশে সুনাম- সুখ্যাতি। অদৃশ্য বিলবোর্ডে বিজ্ঞাপনের হাসিমুখ। ভালোবাসা নয় স্বার্থবাদের দর্শনে দূরে থাকে দেশ- শ্রমজীবী সম্পদ। বেড়ে ওঠে সাধুতার নাটক- উচ্ছল শ্লোগান-

প্রগতির রাজনীতি ভন্ডামির বীজতলা।

১৬- ০৫- ১৩ খ্রীঃ, দক্ষিন ভুতের দিয়া, বাবুগঞ্জ।

শ্রাবণ

নদী এসেছিল ভর দুপুরে। শুকনো ফুলে ঝরছিল রোদ্দুর। দিকভ্রান্ত হাওয়া চলছে তো চলছে- নিরুদ্দেশ। রতিক্লান্তি উগরে মেঘও ঝরঝরে। মগ্ন বরষায় উৎসুক আলো। রাত-বিরাতে পশ্চিমের জানালায় বসে থাকি আমি শ্রাবণের জাতক।

আলো নিভে গেলো। আরো একা হয়ে গেলাম। বিচ্যুত চিন্তারা এলোমেলো ঘুরছিল চারপাশে। ঘরে ঢুকলে ভিজে ভিজে একশা তুমি । কোথা থেকে দৌড়ে এসেছো। কার তাড়ায় এ অন্ধকার গুহায়?

দেখা হবে না আর কোনো দিন-। ঝুম বরষায় ভিজি- জ্বর বাঁধিয়ে শুয়ে থাকি। নিজের মধ্যে নিজে ভিজে যাই আরেক বরষায়। অভাবী সুখগুলো ভাসিয়ে দেই কাগজের নৌকায়-

আমি আর আমি- ই ক্ষয়ে যাই টিপটিপ ছন্দপতনে।

৫- ০৬- ১৩ খ্রীঃ, কাশিপুর, বরিশাল।

লিপটিজিং

কৈতম জড়িয়ে আছে অস্থির ঘুম। মাদুলিতে আরো কিছু অন্ধকার। পরমায়ুর অভিধান থেকে হারিয়ে যাওয়া নোলক সমাচার হয়ে অতিবাস্তব কলবে ভেসে বেড়ায়। উড়ন্ত মন্তর শ্রাবণের বরষায় নাস্তানাবুদ।

আফ্রিকার অভ্যন্তরে মুখিয়ে থাকা আফেসাস বাতাসের ঘাড়ে ঘুরে চলে সমস্ত দুনিয়া। সমাজ মৈথুনে বেড়ে ওঠে অদৃশ্য কাপালিক।

চিরায়ত ঢঙে পথ থেকে সৃষ্টি হয় নতুন পথের। আল জুড়ে অপবাদের দূর্বা; সরস নিম্নবিত্ত সংসার। দ্রাঘিমায় মাতাল জল- উচ্ছল হাওয়ার মক্তব। বিকলাঙ্গ মানবতার ময়দানে তাবিজের খসড়ায় বুঁদ মৌ- লোভী। রাষ্ট্রীয় পরকীয়া তার সহজাত প্রবৃত্তি।

বিশ্বাসের বাহুতে তাবিজ লটকালে সংস্কার বাধাগ্রস্ত হয়।

১৪- ০৬- ১৩ খ্রীঃ, দক্ষিন ভুতের দিয়া, বাবুগঞ্জ।